বিআরটিসি অর্ডিন্যান্স

অধ্যাদেশ নং-৭, [৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১]

একটি অধ্যাদেশ

পূর্ব পাকিস্তানে সড়ক পরিবহণ সেবা পরিচালনার জন্য একটি সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে – যেহেতু বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সেবা পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য, সেহেতু, এক্ষণে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের সপ্তম দিবসে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে, এবং রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পূর্ববর্তী নির্দেশ পাওয়ার পর গভর্ণর তদনুকূলে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ঘোষণা করিতেছেন, যথা ঃ–

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা পরিধি ও আরম্ভ

১। (১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৬১ (সংশোধিত), নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেট-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবেন, সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে –

(ক) আইন অর্থ Motor vehicles Act 1939 (IV of 1939);

(খ) 'অনুষঙ্গ সেবা' অর্থ যে কোন সম্পূরক সেবা, যাহা সড়ক পরিবহণ সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে সুযোগ সুবিধা দান করে ;

(২) 'বোর্ড' অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড ;

(৩) 'কর্পোরেশন' অর্থ ধারা ৩-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন ;

(৪) 'পরিচালক' অর্থ বর্তমান সময়ের জন্য বহাল পরিচালক বুঝাইবে ;

(৫) 'লভ্যাংশ' বোনাসে অন্তর্ভুক্ত ;

(৬) 'সড়ক পরিবহণ সেবা' অর্থ ভাড়া বা পারিতোষিকের বিনিময়ে সড়ক পথে মোটরযান দ্বারা যাত্রী বা পণ্য বা উভয়ই বহন ;

কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই অধ্যাদেশ আরম্ভ হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন' নামে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) এই কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই

অধ্যাদেশ বিধি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার অধিকার রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উপধারা (১)-এ উল্লিখিত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

শেয়ার মূলধন

৪। (১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে ছয় কোটি টাকা ; কিন্তু কর্পোরেশন সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে ইহার অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) প্রথমতঃ বিক্রীত মূলধন হইবে তিন কোটি টাকা, যাহা প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের ত্রিশ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত হইবে এবং অনধিক তের লক্ষ শেয়ার সরকারের নির্দেশিত নিয়মে অবিলম্বে বিক্রয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট শেয়ার সমূহ সরকার লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় বিক্রয় করিতে পারিবে।

(৩) ২নং উপ-ধারার কোন কিছুর এমন ব্যাখ্য করা যাইবে না, যাহা সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় বিক্রীত শেয়ারসমূহের শ্রেণী-বিন্যাসকরণ এবং পুনঃ শ্রেণীবিন্যাসকরণ হইতে অথবা সংযুক্তকরণ হইতে সরকারের অনুরূপ অনুমোদনক্রমে এই পর্যায়ের যে কোন শেয়ারের সঙ্গে কর্পোরেশন কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত কোন অগ্রাধিকার, বিলম্বে পরিশোধে বিশেষ অধিকার ও সুবিধা বা শর্তযুক্ত করা হইতে কর্পোরেশনকে বিরত রাখিবে।

(৪) কর্পোরেশন প্রথমতঃ নির্ধারিত মূলধনের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ বিক্রির জন্য ছাড়িবে, যাহার মধ্যে (ক) শতকরা পঁচিশ ভাগ পর্যন্ত ক্রয় করিবে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং (খ) শতকরা চব্বিশ ভাগ পর্যন্ত ক্রয় করিবে জনসাধারণ এবং সরকার নির্দেশ প্রদান করিলে কর্পোরেশন আরও অধিক পরিমাণ মূলধন জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য ছাড়িতে পারিবে।

(৫) নগদ অর্থে অথবা পরিবহণ-পরিসম্পদ দ্বারা মূলধন গঠন করা যাইবে, পরিবহণ-পরিসম্পদের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার মূল্য নিরূপণ করা হইবে এবং অবশিষ্ট মূলধন সরকার সরবরাহ করিবে; যদি জনসাধারণ কর্তৃক অবিক্রীত কোন শেয়ার থাকে, তাহা বিক্রীত না হওয়া পর্যন্ত তাহা ক্রয়ের জন্যও সরকার লিখিত অঙ্গীকার করিবে।

(৬) সরকার ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যতীত অন্য কোন শেয়ারপ্রার্থীকে সাধারণত মোট ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার বরাদ্দ করা যাইবে না।

(৭) সরকার তৎক্রীত শেয়ারসমূহ যে কোন সময় বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের নিযুক্তি ও মেয়াদ

*৫। (১) (ক) চেয়ারম্যানসহ এগার জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালন বোর্ড গঠিত হইবে, যাঁহাদের মধ্যে তিন জন সার্বক্ষণিক পরিচালক থাকিবেন এবং চারজন (Non official) বেসরকারী পরিচালক থাকিবেন–প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে একজন করিয়া এই চার জন পরিচালক সরকার নিয়োগ করিবে।

(খ) সরকার ব্যতীত কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনধিক চার জন পরিচালক নির্বাচিত হইবেন, যে কোন সময় নির্বাচিতব্য পরিচালকদের সঠিক সংখ্যা নিম্নোক্ত সারণী অনুসারে নির্ধারিত হইবে ঃ

সারণী

কলাম-১ সরকার ব্যতীত অন্য শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ক্রীত শেয়ারসংখ্যা যদি নিম্নোক্ত সংখ্যার সমান বা অধিক হয় ঃ	কলাম-২ নির্বাচিতব্য পরিচালকের সংখ্যা ঃ
মোট শেয়ারের শতকরা চল্লিশ ভাগ	চার জন
মোট শেয়ারের শতকরা ত্রিশ ভাগ	তিন জন
মোট শেয়ারের শতকরা বিশ ভাগ	দুই জন
মোট শেয়ারের শতকরা দশ ভাগ	এক জন

* শর্ত থাকে যে, যখন পরিচালন বোর্ড প্রথম গঠিত হইবে, তখন 'খ' দফায় বর্ণিত পরিচালকগণ উক্ত দফার সারণী অনুযায়ী সরকার কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হইতে এই অধ্যাদেশের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিযুক্ত হইবেন এবং নির্ধারিত পরিচালক বলিয়া গণ্য হইবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বোর্ড সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের সকল ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

---

* মূল দফা ১৯৭৪ সালের ৩৩নং (সংশোধনী) আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

* উপযুক্ত নিয়মে আরও সংশোধিত হইয়াছে ১৯৭৬ সালের ৬৩ নং অধ্যাদেশ মোতাবেক।

(২) চেয়ারম্যানের কার্যকাল হইবে যে তারিখে তাঁহার নিয়োগ প্রজ্ঞাপিত হইবে অথবা প্রজ্ঞাপনে নিয়োগের যে তারিখ নির্ধারিত হইবে সেই তারিখ হইতে পাঁচ বছর এবং তাঁহাকে অনধিক তিন বছরের জন্য পুনর্নিযুক্ত করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা ১-এর আওতায় নিযুক্ত চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক অথবা খন্ডকালীন কর্মকর্তা হইতে পারেন; যখন চেয়ারম্যান খন্ডকালীন কর্মকর্তা হইবেন তখন উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সরকার নিযুক্ত পরিচালকের কার্যকাল হইবে যে তারিখে তাঁহার নিয়োগ প্রজ্ঞাপিত হইবে সেই তারিখ হইতে তিন বছর এবং তিনি আরও তিন বছরের জন্য পুনর্নিয়োগের উপযুক্ত থাকিবেন।

(৫) একজন নির্বাচিত পরিচালকের কার্যকাল হইবে তাহার নির্বাচন প্রজ্ঞাপিত হওয়ার তারিখ হইতে শুরু করিয়া তিন বছর এবং এই কার্যকাল সমাপ্ত হইবার পর তাহার পরবর্তী পরিচালক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কর্মরত থাকিবেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচনের উপযুক্ত থাকিবেন।

(৬) চেয়ারম্যান অথবা যে-কোন পরিচালক যে কোন সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক এই পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর হইবে না।

(৭) পূর্ববর্তী উপধারাসমূহে যাহাই থাকুক, সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বা কোন পরিচালককে তাহার কার্যকালে যে কোন সময় অপসারণ করিতে পারিবে।

সরকারী গেজেটে চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের নাম প্রকাশ করা

৬। চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত, নির্বাচিত অথবা নির্বাচিত বলিয়া গণ্য প্রত্যেক ব্যক্তির নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

আপতিক শূন্য পদ পুরণ

৭। (১) পরিচালক পদে যে কোন আপতিক শূন্যতা যেক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য সেভাবে নিয়োগ বা নির্বাচনের মাধ্যমে পুরণ করা হইবে এবং শূন্য পদে নির্বাচিত পরিচালক পূর্ববর্তী পরিচালকের অসমাপ্ত কার্যকালেও দায়িত্বপালন করিবেন ঃ
শর্ত থাকে যে, তিন মাসের কম সময়ের জন্য পরিচালক পদে আপতিক শূন্যতা পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

(২) বোর্ডের গঠন কাঠামোতে কেবল কোন শূন্যতা বা ত্রুটি থাকার কারণে কর্পোরেশনের কোন কার্য বা কার্যবিবরণী অসিদ্ধ হইবে না।

পরিচালক পদে অযোগ্যতা

৮। (১) এমন কোন ব্যক্তি পরিচালক পদে নিযুক্ত হইবেন না অথবা নির্বাচিত হইবেন না অথবা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না যিনি –

(ক) পাগল বা মানসিকভাবে অসুস্থ বিবেচিত হইবেন ; অথবা

(খ) বর্তমানে বা যে-কোন সময়ে দেউলিয়া হইয়াছেন বা ছিলেন ; অথবা

(গ) অন্য কোন সড়ক পরিবহণ সংস্থার মালিক, পরিচালক ও কর্মচারী হিসাবে অথবা অন্য কোনভাবে নিজের স্বার্থ রক্ষা করেন এবং নিজের স্বার্থে কর্পোরেশনের সংগে বিদ্যমান কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন অথবা কর্পোরেশনের কোন কার্য সম্পাদন করেন ; অথবা

(ঘ) এখন অথবা যে কোন সময়ে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন ; অথবা

(ঙ) একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি।

(২) পঞ্চম ধারার উপ-ধারা ১-এর খ-দফার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হইবেন না বা ঐ উপ-ধারার ১ম শর্তের অধীনে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন না যদি তিনি কর্পোরেশনের ১০,০০০ শেয়ারের মালিক না হন।

(৩) কোন পরিচালক চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ছুটি না লইয়া কর্পোরেশনের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তিনি আর পরিচালকের কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন না অথবা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিলে অর্থাৎ চেয়ারম্যান সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এইরূপ অনুপস্থিত থাকিলে তিনিও চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন না।

চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৯। (১) চেয়ারম্যানের কর্তব্য হইবে –

(ক) অসুস্থতা বা অন্য যুক্তিসঙ্গত কারণে অসমর্থ না হইলে বোর্ডের প্রত্যেক সভায় যোগদান ;

(খ) কর্পোরেশনের কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা ;

(গ) কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যাপারে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কার্যাবলী ও কার্যধারা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ;

(ঘ) সময় সময় সরকারের চাহিদা মোতাবেক কর্পোরেশনের যে কোন কার্যবিবরণীর অনুলিপি, অথবা অন্য কোন বিবরণ বা তথ্য সরকারের নিকট সরবরাহ করা ;

(২) যে সকল বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন এবং যেসকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সকল বিষয় ও ক্ষেত্রে বোর্ডের পুর্বানুমোদন লইয়া চেয়ারম্যান –

(ক) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সমর্থন অথবা প্রত্যাহার করিতে পারেন, এবং যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আপোস–মীমাংসা করিতে পারেন ;

(খ) কোন দাবী গ্রহণ, তদানুযায়ী আপোস–মীমাংসা বা প্রত্যাহার করিতে পারেন, এবং

(গ) আইনগত পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

সভা ১০। (১) প্রতি মাসে অন্তত একবার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত পরিচালকগণ কর্তৃক পছন্দকৃত একজন পরিচালক বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী পরিচালকগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সকল প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্বকারী অন্য কোন পরিচালক একটি দ্বিতীয় ভোট বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

(৪) সচিব সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য সরবরাহকৃত বইয়ে উহা সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে সভার সভাপতি যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী স্বাক্ষরদান করিবেন।

কোরাম ১১* (১) বোর্ডের সভায় চারজন পরিচালক উপস্থিত থাকিলে কোরাম গঠিত হইবে।

(২) কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হইলে মুলতবী সভায় অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক জরুরী বলিয়া প্রত্যায়িত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

সভার বিজ্ঞপ্তি ১২। চেয়ারম্যান কর্তৃক জরুরী বলিয়া প্রত্যায়িত সভা ব্যতিরেকে বোর্ডের সকল সভা অনুষ্ঠানের জন্য কর্পোরেশনের সচিব কর্তৃক অন্যূন আট দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইবে।

* দ্রষ্টব্য ঃ * 'তিন' শব্দটি 'চার' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। ১৯৭৬ সালের (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৭৬ সালের ৬৩ নম্বর অধ্যাদেশ)।

ভাতা বা ফি

১৩। (১) কর্পোরেশনের সভা অথবা ইহার কমিটি বা উপ-কমিটির সভায় যোগদানের জন্য কর্পোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হারে ভাতা বা ফি পাইবেন।

(২) চেয়ারম্যান অথবা যে কোন পরিচালককে সরকার তৎকর্তৃক নির্ধারিত মাসিক পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত চেয়ারম্যান বা পরিচালক ১ নম্বর উপ-ধারার আওতায় কোন ভাতা বা ফি পাওয়ার যোগ্য হইবেন না।

কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

*১৪। (১) সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক কর্পোরেশনের জন্য একজন প্রধান ট্রাফিক ব্যবস্থাপক, একজন প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার এবং একজন প্রধান কারিগরী অফিসার নিয়োগ করা হইবে।

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলী দক্ষতার সংগে সম্পাদনের জন্য যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা জরুরী বিবেচনা করিবে তাহাদের নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কর্পোরেশনের কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী এবং বেতন স্কেল হইবে –

(ক) চীফ ট্রাফিক ব্যবস্থাপক, প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার ও প্রধান কারিগরী অফিসার পদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও বেতন-স্কেল ;

(খ) অন্য কর্মচারীগণের জন্য সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও বেতন-স্কেল।

কর্মকর্তাগনের ব্যয় মঞ্জুরির ক্ষমতা

১৫। কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ বোর্ড কর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, সেই পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরির ক্ষমতা রাখিবেন।

বোর্ডের সাধারণ কর্তব্য

১৬। (১) বোর্ডের সাধারণ কর্তব্য হইবে একটি দক্ষ, পর্যাপ্ত, মিতব্যয়ী ও যথাযথভাবে সমন্বিত সড়ক পরিবহণ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) বোর্ড ইহার কার্যাবলী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সম্পাদন করিবে এবং নীতির প্রশ্নে জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ

* 'প্রধান হিসাব' শব্দটি 'প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। ১৯৬৮ সালের (সংশোধনী) আইন(১৯৬৮ সালের ৫ নম্বর আইন)।

(৩) ১ নম্বর ও ২ নম্বর উপ-ধারার কোন কিছুকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না যাহা দ্বারা কর্পোরেশনের উপর এরূপ কোন কর্তব্য বা দায়-দায়িত্ব আরোপ করা হয় যাহা কোন আদালত বা ট্রাইবুনালে মামলার মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে।

উপকমিটি নিয়োগ

১৭। (১) বোর্ড সময় সময় প্রয়োজন মনে করিলে সেই উদ্দেশ্যে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটির কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ইহার সেবামূলক এবং তৎসহায়ক কার্যের উন্নয়ন সাধনের জন্য গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আহবানের জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যে কমিটিতে দাপ্তরিক, বাণিজ্যিক, কৃষি ও শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কর্পোরেশনের ক্ষমতা

১৮। এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহের আওতায় কর্পোরেশনের নিম্নোক্ত ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) সরকার, রেলওয়ে বা স্টীমার সার্ভিসের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সেবা পরিচালনা করা ;

(খ) যে কোন সহায়ক সেবার ব্যবস্থা করা ;

(গ) মালামাল মজুদ করা ;

(ঘ) পরিবহণ সেবা গ্রহণকারী যাত্রী ও অন্য লোকজনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী বলিয়া বিবেচিত যাত্রী ছাউনি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা ;

(ঙ) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গাড়ি সম্ভার, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা ;

(চ) কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ;

(ছ) জমি ক্রয় করা বা যে কোন ধরণের প্রজাস্বত্বে অথবা ইজারায় জমি নেওয়া ;

(জ) এর কর্মচারীগণের জন্য বাসস্থান, বিশ্রাম স্থল, বিনোদন ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(ঝ) এমন সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ পরিগ্রহণ ও দখল করা, যাহা কর্পোরেশন উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে এবং ইহার দখলে বিদ্যমান সম্পত্তি ইজারা প্রদান, বিক্রয় অথবা অন্যভাবে হস্তান্তর করা ;

(ঞ) গাড়ি, টায়ার, তৈল ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করা ;

(ট) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল চুক্তি সম্পাদন ও কার্যকর করা ;

(ঠ) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা ;

(ড) 'ক' হইতে 'ঙ' ধারায় বর্ণিত কার্যাবলীর একটি বা একাধিক কার্য সংক্রান্ত দায়িত্বভারের সম্পূর্ণ অংশ বা কোন অংশ চুক্তির মাধ্যমে বা অন্যভাবে অধিগ্রহণ এবং এইভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ;

(ঢ) সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত অন্য যে কোন কার্য গ্রহণ করা ;

(ণ) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, পরিসম্পৎ অথবা পরিচালিত কোন যানবাহন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিলিবন্দেজ করা ;

(ত) এমন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ বা অর্থ পরিশোধ করা, যাহা বোর্ড সঙ্গত মনে করে এবং বিশেষ করিয়া নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন বা হস্তান্তরযোগ্য বর্তমান ও ভবিষ্যত মজুদ সম্ভার অথবা অযাচিত মূলধনসহ কর্পোরেশনের সমগ্র পরিসম্পৎ বা উহার কোন অংশের জন্য ঋণপত্র বা বন্ধকী ঋণপত্র ইস্যু করা ; এবং এই পর্যায়ের জামিন-সম্পদ ক্রয়, বিমোচন বা পরিশোধ অথবা খালাস করা ; এবং

(থ) পূর্বিতা অথবা অন্য উপায় সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক সঙ্গত বিবেচিত শর্তে কোন জামিন প্রদান পূর্বক অর্থ ঋণ গ্রহণ করা।

ক্ষমতা অর্পণ

*১৯ (১) বোর্ড তাহার নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতার আওতায় তাহার দৈনন্দিন প্রশাসন দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য যে সকল ক্ষমতা ও কর্তব্য অন্যদের নিকট অর্পণ করা জরুরী বিবেচনা করিবে, সে সকল ক্ষমতা ও কর্তব্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কমিটিকে অর্পণ করিবে –

(ক) চেয়ারম্যান বা অন্য কোন পরিচালক, অথবা

* দ্রষ্টব্য ১৯৬৮ সালের (সংশোধনী) আইন (১৯৬৮ সালের ৫ নম্বর আইন) পুনঃসংখ্যায়িত।

(খ) ১৭নং ধারার আওতায় নিযুক্ত কোন উপ-কমিটি, অথবা

(গ) কর্পোরেশনের চীফ ট্রাফিক ম্যানেজার বা অন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

**(২) চেয়ারম্যান তাহার এমন কর্তব্য কর্পোরেশনের চীফ ট্রাফিক ম্যানেজার অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারেন, যাহা তিনি অর্পণ করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন।

তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ১৯৮৩ সালের মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিন্যান্সের কতিপয় বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান।

***১৯ (ক) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার ১৯৮৩ সালের মোটর ভেহিক্যাল্স অর্ডিন্যান্সের ধারা ১০৯-এর ১ নম্বর (১৯৮৩ এর ৫৫) উপধারার বিধানাবলীর আওতায় কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মোটর যান সমূহের চালনা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে। অতঃপর এই অর্ডিন্যান্সকে উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের কোন যান ব্যবহারের ফলে অথবা কর্পোরেশনে চাকুরীরত কোন ব্যক্তি কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট আর্থিক দায় বর্তান তবে উদ্ভুত আর্থিক দায় পরিশোধের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী কর্পোরেশন কর্তৃক একটি তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ না করা পর্যন্ত এইরূপ কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা যাইবে না।

কতিপয় রুট পারমিট বাতিলকরণ এবং বাতিলকৃত পারমিটধারী-দের পুনর্বাসন।

২০। আইনে যাহাই থাকুক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার –

(ক) কর্পোরেশনকে এইরূপ রুটে তাহার বাসসমূহ ব্যবহার করিতে সক্ষম করার জন্য ভাড়া গাড়ী ব্যতীত জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত গাড়ীসমূহের জন্য উক্ত অধ্যাদেশের পরিচ্ছেদ ৬-এর আওতায় মঞ্জুরকৃত যে কোন পারমিট বা শ্রেণীভুক্ত পারমিট সাধারণভাবে অথবা বিশেষ নগর ও শহরের সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ রুটের ক্ষেত্রে বাতিল করিবে ;

(খ) যেক্ষেত্রে সরকার 'ক' দফার আওতায় কোন পারমিট বা শ্রেণীভুক্ত পারমিট বাতিল করিবে, সেই ক্ষেত্রে সরকার বিকল্প মফস্বল রুটের জন্য স্টেজ ক্যারেজ পারমিট মুঞ্জুরির বিষয় বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহণ কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করিবে ; এবং

** দ্রষ্টব্য ১৯৬৮ সালের (সংশোধনী) আইন (১৯৬৮ সালের ৫ নম্বর আইন) নূতন উপ-ধারা সংযোজিত।

*** দ্রষ্টব্য ১৯৬১ সালের (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৩৯ নম্বর ই পি অধ্যাদেশ) নূতন ধারা সন্নিবেশিত।

(গ) ইহা কর্পোরেশনের সঙ্গে সাধারণভাবে মোটর পরিবহণ বিধি এবং বিশেষভাবে রেলপথ বা স্টীমার সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বয় সাধন সম্পর্কে কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে চুক্তির শর্তাবলী কার্যকর করিবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে বাধা।

২১. (১) কর্পোরেশন সঙ্গত বিবেচনা করিলে যে কোন সড়কে মোটর পরিবহণ পরিচালনা করিতে পারে, এবং উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অথবা পরিবহন কমিটিসমূহের কোন এখতিয়ার থাকিবে না, উক্ত অধ্যাদেশে কর্পোরেশন কর্তৃক এইরূপ পরিবহন পরিচালনা সর্ম্পকে যাহাই থাকুক।

(২) যেক্ষেত্রে সরকার কোন পারমিট বা শ্রেণীভুক্ত পারমিট ২০ ধারার (ক) দফার আওতায় বাতিল করিয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় উক্ত পারমিট বা শ্রেণীভুক্ত পারমিটের ব্যাপারে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অথবা পরিবহণ উপ-কমিটি সমূহের কোন এখতিয়ার থাকিবে না, উক্ত অধ্যাদেশে এই পারমিট বা শ্রেণীভুক্ত পারমিট সম্পর্কে যাহাই থাকুক।

সড়ক পরিবহন পরিচালনাকারী-গনের সম্পত্তি অধিগ্রহণে কর্পোরেশনের ক্ষমতা।

২২. (১) উক্ত অ্যাক্ট-এর আওতায় মঞ্জুরকৃত পারমিট মোতাবেক পরিচালিত যে কোন মোটর যানে ব্যবহারের জন্য যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা এই যান পরিচালনায় সহায়ক যে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহনের ক্ষমতা কর্পোরেশনের থাকিবে।

(২) যখন কপো.রেশন ১ নম্বর উপ-ধারার আওতায় কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে চাহিবে, তখন এই মর্মে সম্পত্তির মালিকের নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে যাহাতে –

(ক) যে সম্পত্তি কর্পোরেশন অধিগ্রহন করিতে চাহে উহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিবে, এবং

(খ) এই সম্পত্তির মালিক অথবা স্বার্থের দাবিদার কোন ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার নির্ধারিত সময় এবং অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজন হইবে।

(৩) যদি সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীকে অধিগ্রহণের স্বপক্ষে বক্তব্য শোনার সুযোগ দেওয়ার পর পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, অথবা ২ নম্বর উপ-ধারার আওতায় বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এইরূপ কোন আপত্তি উত্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন সম্পত্তির মালিকের নিকট

অধিগ্রহণের আদেশ জারীর মাধ্যমে অথবা যদি এই মালিককে অনায়াসে পাওয়া না যায় অথবা যদি সম্পত্তির মালিকানা লইয়া বিবাদ থাকে, তাহা হইলে সরকারী গেজেটে অধিগ্রহণের আদেশ প্রকাশের মাধ্যমে এই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে পারে।

(৪) সরকার নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে এইভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তির জন্য এই সম্পত্তির বাজার মূল্যের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে,

(৫) যদি (৪) নম্বর উপ-ধারার আওতায় প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য এমন এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হইবে, যিনি সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক আছেন অথবা ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাহার রায় চূড়ান্ত ও উভয় পক্ষের নিকট বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন আদালতে এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না, অথবা ১৯৪০ সালের আরবিট্রেশন অ্যাক্ট (১৯৪০ সালের ১০)-এর কোন কিছুই এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

হিসাব নিরীক্ষা ২৩* (১) ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাব নিরীক্ষক দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে; হিসাব নিরীক্ষক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং কর্পোরেশন তাহাকে সরকার নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করিবে।

(২) ১ নম্বর উপ-ধারার আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক হিসাব নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্রের কপি সরবরাহ করা হইবে এবং তিনি হিসাব ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাউচারসহ উহা পরীক্ষা করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত সকল বইয়ের একটি তালিকা তাহাকে প্রদান করা হইবে, এবং তিনি যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে এই সমস্ত বই, হিসাব এবং কর্পোরেশনের অন্য দলিলসমূহ দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ হিসাবের ব্যাপারে কর্পোরেশনের যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) হিসাব নিরীক্ষকগণ শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট বার্ষিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদের মতে নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং কর্পোরেশনের বইগুলিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থিতিপত্র কর্পোরেশনের হাল-অবস্থার সত্য ও সঠিক চিত্র

---

* দ্রষ্টব্য, ১৯৬৮ সালের (সংশোধনী) আইন (১৯৬৮ সালের ৫ নম্বর আইন) প্রতিস্থাপিত।

প্রদর্শন করিয়াছে কিনা এবং কর্পোরেশন কর্তৃক হিসাব বই যথাযথভাবে রক্ষিত হইয়াছে কিনা, এবং তাহারা বোর্ডের নিকট কোন ব্যাখ্যা ও তথ্য চাহিলে বোর্ড উহা প্রদান করিয়াছে কিনা এবং প্রদান করিলে উহা সন্তোষজনক কিনা মর্মে প্রতিবেদনে অভিমত দিবেন।

(৪) সরকার যে কোন সময় হিসাব নিরীক্ষকগণকে ইহার নিকট প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ জারি করিতে পারে। কর্পোরেশন শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে কিনা এবং কর্পোরেশনের বিষয়সমূহের হিসাব নিরীক্ষায় পর্যাপ্ত পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে কিনা, এবং সরকার যে কোন সময় হিসাব নিরীক্ষার কর্মপরিধি বিস্তৃত বা প্রসারিত করিতে পারে অথবা হিসাব নিরীক্ষার ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে বা হিসাব নিরীক্ষককে অন্য কোন পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারে, যদি সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে।

মহা-হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষণ।

২৩** ক (১) ২৩ নম্বর ধারায় যাহাই থাকুক, সরকার বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশকে (অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিবে *** এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক সম্মতি প্রদান করিলে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হিসাব নিরীক্ষার অতিরিক্ত হিসাব নিরীক্ষা ২৩ নম্বর ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(২) উক্ত হিসাব নিরীক্ষার সময় কর্পোরেশন হিসাব বইসমূহ ও সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ মহা-হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে এবং নির্ধারিত সময়ে উপস্থাপন করিবে এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদা মোতাবেক ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।

(৩) এই ধরণের হিসাব নিরীক্ষার খরচ কর্পোরেশন বহন করিবে।

হিসাব নিরীক্ষার আপত্তি সংশোধন।

২৩*** খ. কর্পোরেশন হিসাব নিরীক্ষার আপত্তির বিষয় সংশোধনের জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রতিটি নির্দেশ পালন করিবে।

** দ্রষ্টব্য, ১৯৬৩ সালের (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৬৩ সালের ১৬ নম্বর অধ্যাদেশ) নূতন ধারা সন্নিবেশিত।

*** দ্রষ্টব্য, ১৯৭০ সালের (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৭০ সালের ২৫ নম্বর অধ্যাদেশ) 'করিতে পারে' শব্দগুলি 'করিবে' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

সাধারণ সভা

২৪। (১) প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অথবা অতঃপর যত শীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধাজনক সময় একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে ; এবং এই সভায় কর্পোরেশন পূর্ববর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির বিবরণ বার্ষিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সম্পর্কে হিসাব নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপন করিবে।

(২) প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার এইরূপ সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকারী এবং এই সভার তারিখের অন্যূন তিন মাস পূর্বে যে শেয়ারহোল্ডার নিবন্ধিত হইয়াছেন, তিনি যখন সভায় উপস্থিত থাকিবেন তখন একটি ভোটদানের এবং অতিরিক্ত প্রতি দশটি শেয়ারের জন্য একটি অতিরিক্ত ভোটদানের অধিকারী হইবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের শেয়ার বাবদ কোন শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক বর্তমানে প্রদেয় তলবী অর্থ বা অন্য সকল অর্থ পরিশোধকৃত না হইলে তিনি সভায় ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

(৩) ভোটদানের ক্ষেত্রে ভোটদাতা কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোটদান করা যাইবে।

মূলধন বাজেটের উপর সরকারের ক্ষমতা।

২৫. (১) কর্পোরেশন অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) ইহা প্রাপ্তির পর সরকার কর্তৃক বাজেট প্রাক্কলন পরীক্ষিত হইবে, সরকার যাহা –
(ক) অনুমোদন করিতে পারে, বা

(খ) ইহার সম্পূর্ণ বা কোন অংশ অনুমোদন না করিতে পারে এবং সংশোধনের জন্য কর্পোরেশনের নিকট ফেরত দিতে পারে।

(৩) যদি কোন প্রাক্কলিত বাজেট এইরূপে ফেরত দেওয়া হয়, কর্পোরেশন উহা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সংশোধনের পর যথাসময়ে সরকারের নিকট পুনরায় পেশ করিবে যাহাতে পরবর্তী অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমোদন অবহিত করা যায়।

একজন অর্থ-উপদেষ্টা নিয়োগের সরকারী ক্ষমতা।

২৬. প্রয়োজন হইলে খন্ডকালীন ভিত্তিতে অথবা অন্যভাবে একজন অর্থ-উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের থাকিবে। এইরূপ নিয়োগের তথ্য সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

সরকারী নির্দেশনা।

২৭. বোর্ডকে ইহার মূল নীতিমালা সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা সরকারের থাকিবে এবং বোর্ড এইরূপ নির্দেশ পালন করিবে।

সরকার অবহেলিত কাজ সম্পাদন করিতে পারে।

২৮. যদি বোর্ড ইহার অধিগৃহীত বা নির্মিত কোন কাজ সংস্কারবিহীন রাখে, ইহার আরব্ধ এবং যথারীতি প্রাক্কলিত ও মঞ্জুরকৃত কোন নির্মাণকাজ সমাপ্ত না করে, তাহা হইলে সরকার এই নির্মাণ কাজ সংস্কার, সমাপ্ত বা নির্মাণ করাইতে পারিবে এবং এইরূপ কাজের ব্যয় কর্পোরেশন বহন ও পরিশোধ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পূর্বেই এই নির্মাণ কাজ সংস্কার সমাপ্ত বা নির্মাণ করার জন্য বোর্ডকে অন্যূন এক মাসের নোটিশ প্রদান করা হইবে।

সরকার জরিপ আদেশ দিতে পারে।

২৯. সরকার যে কোন সময় বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কোন নির্মাণ কাজ বা তাহার স্থান জরিপ ও পরীক্ষার আদেশ দিতে পারে এবং এইরূপ জরিপ বা পরীক্ষা বাবদ খরচ কর্পোরেশন বহন ও পরিশোধ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পূর্বে বোর্ডকে নির্মাণ কাজের জরিপ ও পরীক্ষার জন্য এক মাসের নোটিশ প্রদান করা হইবে।

তদন্তের জন্য আদেশের ক্ষমতা।

৩০. (১) কর্পোরেশনের বিষয়াদি ও কার্যাবলী সঠিক ও দক্ষভাবে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া নিজকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকার যে কোন সময় কর্পোরেশনের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত করা এবং সরকারের নিকট তদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারে।

(২) বোর্ড ও উহার কর্মকর্তাবৃন্দ ১ নম্বর উপ-ধারার আওতায় নিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে যথাযথভাবে তদন্ত পরিচালনার জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে।

কর্পোরেশনের কার্যাবলী ও কার্যবিবরণীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ।

৩১. কর্পোরেশনের সকল কার্য ও কার্য বিবরণী সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ হইবে এবং সরকার-

(ক) এইরূপ যে কোন কার্য বা কার্য বিবরণী বাতিল, স্থগিত বা সংশোধন করিতে পারে ;

(খ) কর্পোরেশনের কোন কার্য ও কার্যবিবরণী এবং কি আকারে সরকারের নিকট পেশ করা হইবে উহা নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

বোর্ডের ক্ষমতা সংহরণে সরকারের ক্ষমতা।

৩২. (১) সরকার যদি কোন সময় সন্তুষ্ট হয় যে –

(ক) এই অধ্যাদেশের আওতায় বোর্ড যে সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিল, উহা সাধিত হয় নাই এবং সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথবা

(খ) পরিবহণ ব্যবস্থার সংরক্ষণ, উন্নতিসাধন, উন্নয়ন অথবা উন্নততর প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য এই অধ্যাদেশের আওতায় বোর্ডের ক্ষমতা প্রত্যাহার বা সংহরণ করা বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত একটি আদেশ দ্বারা সরকার আদেশে নির্ধারিত সময়কালের জন্য এইরূপ ক্ষমতা প্রত্যাহার বা সংহরণ করিতে পারে, এবং অতঃপর উক্ত ক্ষমতা যথারীতি প্রত্যাহার ও সংহরণ করা হইবে এবং এই অধ্যাদেশের আওতায় বোর্ডের সকল ক্ষমতা, অধিকার এবং কর্তৃত্ব সরকারের উপর বর্তাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, 'ক' দফার ক্ষেত্রে কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হইবে না যদি বোর্ডকে ছয় মাসের নোটিশ প্রদান করা না হয় এবং নোটিশে নির্দেশিত সময়কালের মধ্যে সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনের সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বোর্ড ব্যর্থ হয়।

(২) ১ নম্বর উপধারার আওতায় যখন ক্ষমতা প্রত্যাহার ও সংহরণ করা হয়, তখন উক্ত আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বোর্ডের পরিচালকগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পরিত্যাগ করিবেন, তবে এই পদে তাহাদের পুনর্নিয়োগে কোন বাধা থাকিবে না।

(৩) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ১ নম্বর উপ-ধারা বলে উহার প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করিতে পারে।

সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী।

*৩২। ক. কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যখন এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবেন বা করার অধিকারী হইবেন, তখন তাহারা বাংলাদেশ দন্ড-বিধির ২১ নম্বর ধারার আওতায় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

নিরাপত্তা

*৩২। খ. কর্পোরেশন বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে সদ্বিশ্বাসে কৃত কোন কর্ম বা গৃহীত কোন কর্মোদ্যোগের জন্য এই অধ্যাদেশের আওতায় কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ উত্থাপন বা কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৩। সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে।

* দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৭০ সালের (সংশোধনী) অধ্যাদেশ (১৯৭০ সালের ই. পি. অর্ড নম্বর ২৫) মোতাবেক নুতন ধারা সন্নিবেশিত।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৪। বোর্ড সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিপুর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রণয়ন করিতে পারে –

(ক) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নব-নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ এবং তাহাদের চাকুরীর শর্ত নিরূপণ ;

(খ) ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আনুতোষিক ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(গ) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য-তহবিল গঠন এবং এইরূপ ভবিষ্য–তহবিলে চাঁদা প্রদানের শর্তাবলী নির্ধারণ ; এবং

(ঘ) এই অধ্যাদেশের আওতায় পরিচালক নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

কর্পোরেশনের অবসায়ন।

৩৫. কোম্পানি বা কর্পোরেশন গুটাইয়া ফেলার জন্য কোন আইনগত বিধান এই কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকারের আদেশ ব্যতীত কর্পোরেশন গুটাইয়া ফেলা যাইবে না এবং সরকার যে পদ্ধতি নির্দেশ করিবে কেবল সেই পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের অবসান ঘটান যাইবে।

ঢাকা,
৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

এম আজম খান
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর

গভর্ণরের আদেশে
এম, এইচ, আলী
সচিব
পূর্ব পাকিস্তান সরকার

দ্রষ্টব্য ঃ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২-৮-৭৪ তারিখের স্মারক নম্বর আর টি এল/আই এ-৪/৭৪-১৬৭ দ্বারা প্রচারিত ১৯৭৪ সালের ১২ ই জুন তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী (১৯৭৪ সালের ৩৩ নম্বর আইন) এবং ৭-৯-৭৬ তারিখের স্মারক নম্বর এম ভি/আই এ -২/৭৬-৬৩৮ দ্বারা প্রচারিত ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৬৩ নম্বর অধ্যাদেশ) এবং ১৯৮৮ সালের ২০ নম্বর আইন অনুযায়ী প্রণীত।

জিপিপিডি-শাখা-১৩৪৫/২০০১-২০০২/(সিভিল)-১৬-৪-২০০২-৫০০।